গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.mor.gov.bd

নং- ৫৪.০০.০০০০.০০৮.০৬.০৩৩.১৮-৭১৩

তারিখ: ০৮ পৌষ ১৪২৬ / ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯

বিষয়ঃ অংশীজনের অংশগ্রহণে (২০১৯-২০ অর্থবছরের ২য় সভা) অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন-এঁর সভাপতিত্বে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও সেবা সপ্তাহ ২০১৯ উদযাপনের নিমিত্ত গৃহিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে এবং রেল সেবার মানোন্নয়নে করণীয় নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি "অংশীজন সভা" (২০১৯-২০ অর্থবছরের ২য় সভা) মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুমোদিত কার্যবিবরণীর ছায়ালিপি নির্দেশক্রমে এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। এ কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.mor.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে-৬ ফর্দ।

(আলতাফ হোসেন সেখ)
উপসচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩১৫
www.mor.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতারভিত্তিতে নয়):

১. সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৩. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৪. অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, কমলাপুর, ঢাকা।
৫. জনাব মোঃ মাহবুব কবীর, সদস্য (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৬. যুগ্মসচিব (প্রমাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৭. অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস/এমএন্ডসিপি/আই/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৮. মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
৯. সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১০. প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১১. ডিআরএম (ঢাকা/চট্টগ্রাম/পাকশী/লালমনিরহাট), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
১২. চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৩. সভাপতি, যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ, ৭৪, কাকরাইল (৪র্থ তলা), রমনা, ঢাকা-১০০০।
১৪. জনাব রাসের সুমন, প্রভাষক, আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ।
১৫. চেয়ারম্যান, নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন, ৭০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
১৬. চেয়ারম্যান, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন, বাসা- ৫৮/১, ১ম লেন, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫।
১৭. সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন, ৯/১২, ব্লক-ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।
১৮. জনাব মোঃ আতিকুর রহমান, প্রকল্প কর্মকর্তা, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট।
১৯. জনাব সাজিয়া বিনতে সালেহ্, কো-অর্ডিনেটর, জন্স্ হপকিন্স সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামার, এসএনটি টাওয়ার (১৯তলা), ৩৩, বনানী, ঢাকা-১২১৩।

অনুলিপি (সদয় অবগতি/কার্যার্থে প্রেরণ):

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২. সচিবের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.mor.gov.bd

বিষয়ঃ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ২য় সভা'র কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	:	মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন, সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	১১ ডিসেম্বর ২০১৯
সময়	:	সকাল ১০:০০ টা।
স্থান	:	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং ৯৩০), রেলভবন, ঢাকা।

উপস্থিত কর্মকর্তা ও অংশীজন- পরিশিষ্ট "ক"-তে দেখানো হল।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতি সভার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন যে রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে-এর কর্মকর্তাবৃন্দ, রেলওয়ে সংশ্লিষ্ট ফ্যানক্লাবের সদস্য এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত এ অংশীজন সভায় সাধারণত: সুষ্ঠু ও নিরাপদ ট্রেন পরিচালনায় বিদ্যমান সমস্যা এবং সমাধানে সম্ভাব্য করণীয়সহ সার্বিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়ে থাকে। তিনি আরও বলেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও সেবা সপ্তাহ ২০১৯ উদযাপনের নিমিত্ত গৃহিত কর্মসূচিতে একটি অংশীজন সভা আয়োজন অর্ন্তভূক্ত ছিল। সে প্রেক্ষাপটে অদ্যকার সভাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মর্মে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী গত ১৫.১০.২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন। সভাপতির আহবানে উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় 'অংশীজন'-এর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত গত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। এ পর্যায়ে সভাপতি রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও সেবা সপ্তাহ ২০১৯ উদযাপনের নিমিত্ত গৃহিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং রেল সেবার মানোন্নয়নে সম্ভাব্য করণীয়সহ সার্বিক বিষয়ে মতামত উপস্থাপনের জন্য উপস্থিত কর্মকর্তা ও অংশীজনের প্রতি আহবান জানান। উন্মুক্ত আলোচনাপর্বে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য ও মতামত উপস্থাপন করেন।

৩। সভায় নিম্নোক্তভাবে আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়ঃ

ক্র.নং.	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, সরবরাহকারী/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত ব্যালাষ্ট নেওয়ার পূর্বে প্রতিটি চুক্তিপত্রের বিপরীতে BUET/RUET/ KUET থেকে উক্ত ব্যালাষ্ট পরীক্ষা করা হয়। উক্ত পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সহকারী নির্বাহী প্রকোশলী কর্তৃক পাসিং সার্টিফিকেট প্রদানের পর ব্যালাষ্ট রেল লাইনে দেয়া হয়ে থাকে। আলোচনায় অংশ নিয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, ঢাকা থেকে চট্টগ্রামগামী সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনটি বেলা ৩:০০ টার পরিবর্তে ০৪:৩০ টায় ছাড়ার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী ট্রেনের সময় অপরিবর্তিত রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, অক্টোবর ২০১৯ মাসে ঢাকা-চট্টগ্রাম চলাচলকারী ৭০৩/৭০৪ নং ট্রেনে যথাক্রমে শোভন চেয়ারের ১৭৪% ও ১৬৯% অকুপেন্সি ছিল এবং এসি চেয়ারের অকুপেন্সি ১০০% নীচে ছিল। অন্যদিকে পশ্চিমাঞ্চলে স্নিগ্ধা/এসি চেয়ারের অকুপেন্সি ৮০% এবং প্রথম শ্রেণীর অকুপেন্সি ছিল ৮৯%। স্বল্প দূরত্বের জন্য এসি চেয়ার সংরক্ষিত রাখার বিধান রয়েছে বিধায় গড় আয় তুলনামূলকভাবে কম হয় মর্মে তিনি জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মোঃ মাহবুব কবীর, অতিরিক্ত	(ক) আখাউড়া-লাকসাম প্রকল্পের জন্য সরবরাহকৃত ব্যালাষ্ট রেল লাইনে ব্যবহারের পর কিছু নমুনা ব্যালাষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে আগামী এক মাসের মধ্যে সংগ্রহ করে বুয়েটের ল্যাবে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করতে হবে; (খ) বিনা টিকিটে ট্রেনে ভ্রমণকারী যাত্রীদের বিরুদ্ধে সার্বক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য রেলের দু'অঞ্চলে কমপক্ষে দু'জন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ/পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে অনুরোধ জানাতে হবে; (গ) ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে চলাচলকারী যেকোন একটি আন্ত:নগর ট্রেনের (যেমন ৭০৩/৭০৪) Standing Ticket-	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই/অপা:), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্র.নং.	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	সচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং সদস্য, রেলওয়ে ফ্যান ক্লাব বলেন যে, আন্ত:নগর ট্রেনে Standing Ticket ইস্যু করার বিধান থাকায় বিনা টিকিটের যাত্রীরা এর সুযোগ নেয়। এতে ট্রেনের সিটের যাত্রীদের নানা অসুবিধা হয়, এমনকি তারা টয়লেট ব্যবহারের জন্য যেতে পারে না। তিনি যাত্রী সুষ্ঠু ও নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করার জন্য এসব ট্রেনে Standing Ticket ইস্যু বন্ধ করার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানান। নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের উপস্থিত প্রতিনিধি প্রস্তাবিত বিষয়ের সাথে একমত পোষণ করেন। এ প্রসঙ্গে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন যে, Standing Ticket ইস্যুর ফলে সিটের যাত্রীদের অসুবিধা হতে পারে। যাত্রীদের নিরাপদ ও আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিতকল্পে তাই পরীক্ষামূলকভাবে আপাতত: রাতে চলাচলকারী আন্ত:নগর ট্রেনে Standing Ticket ইস্যু বন্ধ রাখার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। সভাপতি আখাউড়া-লাকসাম প্রকল্পের জন্য সরবরাহকৃত ব্যালাষ্ট রেল লাইনে ব্যবহারের পর কিছু নমুনা ব্যালাষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে আগামী এক মাসের মধ্যে সংগ্রহ করে বুয়েটের ল্যাবে পরীক্ষার জন্য প্রেরণের নির্দেশনা দেন। তিনি পরীক্ষামূলকভাবে রাতে চলাচলকারী আন্ত:নগর ট্রেনে Standing Ticket ইস্যু বন্ধ করার জন্য নির্দেশনা দেন। এছাড়া, গত সভায় গৃহিত বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্তসমূহ বহাল রাখার জন্যও তিনি নির্দেশনা দেন।	এর সংখ্যা ও আয় সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে; (ঘ) শুধুমাত্র ১টি কোচে স্ট্যান্ডিং যাত্রী ওঠার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখার বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং (ঙ) যাত্রীদের নিরাপদ ও আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিতকল্পে রাতে চলাচলকারী আন্ত:নগর ট্রেনে Standing Ticket ইস্যু পরীক্ষামূলকভাবে বন্ধ করতে হবে	
৩.২	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, ট্রেনের খাবার গাড়ীতে নিয়োজিত কর্মীদের কার্যক্রম তদারকি করার করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠানকে একটি কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, আন্তঃনগর ও মেইল ট্রেনে এ্যাটেনডেন্ট নিয়োগ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে আন্তঃনগর ট্রেনের বিপরীতে এ্যাটেনডেন্ট-এর স্বল্পতা রয়েছে এবং ঢাকা-নারায়নগঞ্জ রুটে কোন আন্তঃনগর ট্রেন চলাচল না করায় এ্যাটেনডেন্ট নিয়োগ করা হয়নি। এছাড়া, ঢাকা-নারায়নগঞ্জ রুটে টিটিই নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, চট্টগ্রাম স্টেশনের ওয়েটিং রুমের বন্ধ টয়লেটটি চালু করা হয়েছে এবং ভিআইপি অপেক্ষা কক্ষে খাবার পানির ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, ক্যাটারিং-এর নীতিমালা চূড়ান্ত করার জন্য একটি খসড়া ইতোমধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু এখনও অনুমোদন দেয়া হয়নি। উক্ত ক্যাটারিং নীতিমালায় সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের স্বাস্থ্য সু-রক্ষার জন্য হ্যান্ড গ্লোভস, জুতা, মাস্ক ইত্যাদি সরবরাহের উদ্যোগ নেয়া হবে। তিনি আখাউড়া-লাকসাম প্রকল্পের আওতায় টয়লেট পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ওপর একটি প্রমিত পরিচালনা পদ্ধতি (এসওপি) প্রস্তুতের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে মর্মে জানান। জনাব রাসেল আহেমদ সুমন, প্রভাষক, সরকারি আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ এবং সদস্য, রেলওয়ে ফ্যান ক্লাব বলেন যে, রেলের কোন কোচ অপরিস্কার থাকলে তা তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিস্ট	(ক) মন্ত্রণালয়ে অনিষ্পন্ন ক্যাটারিং সার্ভিস নীতিমালাটি দ্রুত চূড়ান্ত করে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে; (খ) পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের স্বাস্থ্য সু-রক্ষার জন্য হ্যান্ড গ্লোভস, জুতা, মাস্ক ইত্যাদি সরবরাহের উদ্যোগ নিতে হবে; (গ) টয়লেট পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ওপর একটি প্রমিত পরিচালনা পদ্ধতি (এসওপি) প্রস্তুতের কাজ আগামী এক মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; (ঘ) টয়লেটসহ ট্রেন ও স্টেশন পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে কিছু পোস্টার তৈরি করে স্টেশন ও ট্রেনে লাগাতে হবে এবং এতদবিষয়ে সংক্ষিপ্ত অডিও/ভিডিও তৈরি করে স্টেশনের বড় স্ক্রীনে ও ট্রেনের এলইডি মনিটরে প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে; এবং	১। মহাপরিচালক, মবাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই/অপা:), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্র.নং.	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য একটি Hot Line নম্বর চালু করা যেতে পারে। এছাড়া, ট্রেনের টয়লেট কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, টিস্যু পেপার ব্যবহার শেষে কিভাবে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে সে সম্পর্কে অপেক্ষা কক্ষে স্থাপিত TV-তে প্রদর্শন করা যেতে পারে। জনাব জালাল উদ্দিন আহমেদ, যুগ্মসচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বলেন যে, টয়লেটসহ ট্রেন ও স্টেশন পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে কিছু পোস্টার তৈরি করে স্টেশন ও ট্রেনে লাগানো যেতে পারে। এছাড়া, এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত অডিও/ভিডিও তৈরি করে স্টেশনের বড় স্ক্রীনে ও ট্রেনের এলইডি মনিটরে প্রর্দশন/প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন যে, পরিস্কার-পরিচন্নতা নিশ্চিতকল্পে পোস্টার, অডিও/ভিডিও তৈরির করা হলে ট্রেন ও স্টেশন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সহজতর হবে। সভাপতি বলেন যে, মন্ত্রণালয়ে অনিষ্পন্ন ক্যাটারিং সার্ভিস নীতিমালাটি দ্রুত চূড়ান্ত করে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে। টয়লেট পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ওপর একটি প্রমিত পরিচালনা পদ্ধতি (এসওপি) তৈরির কাজ আগামী এক মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা দেন। এছাড়া, টয়লেটসহ ট্রেন ও স্টেশন পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে কিছু পোস্টার তৈরি করে স্টেশন ও ট্রেনে লাগানো এবং এতদবিষয়ে সংক্ষিপ্ত অডিও/ভিডিও তৈরি করে স্টেশনের বড় স্ক্রীনে ও ট্রেনের এলইডি মনিটরে প্রদর্শন/প্রচারের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সভাপতি নির্দেশনা দেন। তিনি মাননীয় রেল মন্ত্রীর উপস্থিতিতে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে একটি গণশুনানী আয়োজন করার জন্যও নির্দেশনা দেন।	(ঙ) মাননীয় রেল মন্ত্রীর উপস্থিতিতে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে একটি গণশুনানী আয়োজন করতে হবে।	
৩.৩	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম ও ঢাকা রেল স্টেশনের ওয়েটিং রুমে একটি করে ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর ও দিনাজপুর রেল স্টেশনেও ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার নির্মাণ করা হয়েছে; পর্যায়ক্রমে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার নির্মাণ করা হবে। আলোচনায় অংশ নিয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, ট্রেনের খাবারের মেন্যু যুগোপযোগি করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইতিমধ্যেই জিএম/পূর্ব ও পশ্চিম-এর নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পূর্বাঞ্চলে গত ০২-১২-২০১৯ তারিখে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সংশ্লিষ্ট ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠানকে পরবর্তী কর্ম-পরিকল্পনা ঠিক করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ট্রেনের খাবারের মেন্যু পুনঃনির্ধারণ সম্পর্কিত একটি খসড়া প্রস্তাবও প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, রাজশাহী-চিলাহাটি রুটে চলাচলকারী ট্রেনে যাত্রীদের সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে নতুন কোচ প্রাপ্তি সাপেক্ষ্যে সংযোজনের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। সভাপতি ট্রেনের খাবারের মেন্যু পুনঃনির্ধারণ সম্পর্কিত খসড়া প্রস্তাবটি চূড়ান্ত করার জন্য নির্দেশনা দেন। তিনি পর্যায়ক্রমে দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনসমূহে ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার নির্মাণ করার জন্যও নির্দেশনা দেন।	(ক) ট্রেনের খাবারের মেন্যু পুনঃনির্ধারণ সম্পর্কিত খসড়া প্রস্তাবটি চূড়ান্ত করতে হবে; এবং (খ) পর্যায়ক্রমে দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনেসমূহে ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার নির্মাণ করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপা:), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্র.নং.	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.৪	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, অনলাইনে টিকিট কেটে সংশ্লিষ্ট যাত্রী নিজে ভ্রমণ করলে কাউন্টার থেকে পুনরায় প্রিন্ট কপি নেয়ার বাধ্যবাধকতা নেই। এছাড়া, বিক্রিত টিকেট ফেরৎ প্রদানকালে টিকিটের মূল্য ফেরৎ ও ভারতের ন্যায় 'waiting ticket' ব্যবস্থা প্রচলন করার বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, বিনা টিকেটে যাতে কেউ প্লাট ফরমে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য automation পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ নেয়া হবে। ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টেশনে লাগেজ স্ক্যানার ও বডি স্ক্যানার ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, ট্রেনে পাথর নিক্ষেপরোধে এবং ট্রেন ও স্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃস্টির জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ-এর প্রতিনিধি সভায় বলেন যে, বিনা টিকিটের যাত্রীদের প্রবেশরোধে প্রতিটি স্টেশনের প্রবেশপথে স্থায়ীভাবে 'প্লাটফরম টিকিট/গন্তব্যস্থলের টিকিট ব্যতিত প্লাটফরমে প্রবেশ করা যাবে না' মর্মে ব্যানার টাঙিয়ে দেয়া যেতে পারে। আলোচনায় অংশ নিয়ে জনাব ফিরোজ আলম মিলন, সাধারণ সম্পাদক, নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন সভায় বলেন যে, রেল সেবা সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে গৃহিত বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে তার সংস্থা সম্পৃক্ত থাকতে চায়। তিনি আরও বলেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সাথে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করার জন্য একটি খসড়া সমঝোতা স্মারক (MoU) প্রস্তুত করে প্রায় একবছর আগে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হলে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও বৃদ্ধি পাবে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে অনেক কার্যক্রম গ্রহণ করা সহজ হবে। সভাপতি বলেন যে, অনলাইনে টিকিট কেটে সংশ্লিষ্ট যাত্রী নিজে ভ্রমণ করলে কাউন্টার থেকে পুনরায় উক্ত টিকিটের প্রিন্ট কপি নেয়ার বাধ্যবাধকতা নেই মর্মে স্টেশন ও ট্রেনে কর্মরত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিকে জানিয়ে দিতে হবে। তিনি ট্রেনে কর্মরত গার্ডদের ব্যবহারের জন্য পুরাতন বাক্সের পরিবর্তে পর্যায়ক্রমে ট্রলি সরবরাহের নির্দেশনা দেন। নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের দাখিলকৃত খসড়া সমঝোতা স্মারক (MoU)-টি দ্রুত চূড়ান্ত করার নির্দেশনা দেন। সভাপতি সরকারের পাশাপাশি ট্রেনে পাথর নিক্ষেপরোধে এবং ট্রেন ও স্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য স্কাউটস, ছাত্র-ছাত্রী এবং সমাজের অন্যান্যদের অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সক্রিয় ভূমিকা রাখার জন্য নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনসহ বেসরকারি সংগঠনগুলির প্রতি আহবান জানান। তিনি বিনা টিকিটের যাত্রীদের প্রবেশরোধে প্রতিটি স্টেশনের প্রবেশপথে স্থায়ীভাবে 'প্লাটফরম টিকিট/গন্তব্যস্থলের টিকিট ব্যতিত প্লাটফরমে প্রবেশ করা যাবে না' মর্মে ব্যানার তৈরি করে টাঙানোর নির্দেশনা দেন।	(ক) অনলাইনে টিকিট কেটে সংশ্লিষ্ট যাত্রী নিজে ভ্রমণ করলে কাউন্টার থেকে পুনরায় উক্ত টিকিটের প্রিন্ট কপি নেয়ার বাধ্যবাধকতা নেই মর্মে স্টেশন ও ট্রেনে কর্মরত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিকে জানিয়ে দিতে হবে; (খ) ট্রেনে কর্মরত গার্ডদের ব্যবহারের জন্য পুরাতন বাক্সের পরিবর্তে পর্যায়ক্রমে ট্রলি সরবরাহ করতে হবে; (গ) নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের দাখিলকৃত খসড়া সমঝোতা স্মারক (MoU)-টি দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে; (ঘ) সরকারের পাশাপাশি ট্রেনে পাথর নিক্ষেপরোধে এবং ট্রেন ও স্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃস্টির জন্য স্কাউটস, ছাত্র-ছাত্রী এবং সমাজের অন্যান্যদের অর্ন্তভূক্ত করতে হবে; এবং (ঙ) বিনা টিকিটের যাত্রীদের প্রবেশরোধে প্রতিটি স্টেশনের প্রবেশপথে স্থায়ীভাবে 'প্লাটফরম টিকিট/গন্তব্যস্থলের টিকিট ব্যতিত প্লাটফরমে প্রবেশ করা যাবে না' মর্মে ব্যানার তৈরি করে টাঙাতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৪। সভাপতি, নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন। ৫। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২.৫	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, বেনাপোল স্থল বন্দর দিয়ে ভারত হতে মালামাল আমদানী/পরিবহনের ব্যবস্থা	(ক) সদর ঘাটের সাথে রেল যোগাযোগ স্থাপনের ব্যাপারে	১। সচিব, নৌ-পরিবহন

ক্র.নং.	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	২০০০ সাল থেকে চালু রয়েছে। অবৈধ দখলদারমুক্ত করতে নিয়মিত উচ্ছেদ অভিযান কার্যক্রম ভূ-সম্পত্তি বিভাগের একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা'কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পাকশী বিভাগের ঈশ্বরদী রুপপুর মোড় হতে ঈশ্বরদী পর্যন্ত রেল লাইনের দুপাশে বস্তি উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং উচ্ছেদকৃত স্থানে প্রকৌশল বিভাগের তত্ত্বাবধানে সৌন্দর্যবর্ধনকারী বৃক্ষ রোপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, ট্রেন ও স্টেশনে ওয়াই-ফাই ব্যবস্থা চালুর জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ প্রদানের নিমিত্ত রেলপথ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। রেলপথ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান বিটিসিএল এর মতামতসহ একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়েকে অনুরোধ করেছে। বিটিসিএল-এর মতামত গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, স্টেশনে কর্মরত সুইপারদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের নিমিত্ত স্টেশন ভবনে একটি ডিউটি রোস্টার বোর্ড আকারে ঝুলানো হয়েছে। যেখানে সুইপারদের নাম, মোবাইল নম্বর এবং শিফট উল্লেখ করা হয়েছে। সামগ্রিক বিষয়টি সংশ্লিষ্ট স্টেশন ম্যানেজার/স্টেশন মাস্টার সার্বক্ষণিক তদারকি করছেন। সভাপতি বলেন যে, স্টেশনে কর্মরত সুইপারদের সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য সার্বক্ষণিক উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য পরিবীক্ষণ জোরদার করতে হবে। এছাড়া, ট্রেন ও স্টেশনে ওয়াই-ফাই ব্যবস্থা চালুর জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তিনি সদর ঘাটের সাথে রেল যোগাযোগ স্থাপনের ব্যাপারে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা এবং নির্মাণাধীন মেট্রোরেলের একটি লাইন মতিঝিল থেকে সদর ঘাট পর্যন্ত বৃদ্ধির নিমিত্ত মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষকে মন্ত্রণালয় থেকে অনুরোধ জানানোর জন্য নির্দেশনা দেন।	সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং নির্মাণাধীন মেট্রোরেলের একটি লাইন মতিঝিল থেকে সদর ঘাট পর্যন্ত বৃদ্ধির নিমিত্ত মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষকে মন্ত্রণালয় থেকে অনুরোধ জানাতে হবে; (খ) ট্রেন ও স্টেশনে ওয়াই-ফাই ব্যবস্থা চালুর জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; এবং (গ) স্টেশনে কর্মরত সুইপারদের সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য সার্বক্ষণিক উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য পরিবীক্ষণ জোরদার করতে হবে।	মন্ত্রণালয়; ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট ও পরিবীক্ষণ), রেলপথ মন্ত্রণালয় ৪। মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৫। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.৬	বিবিধ: সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) বলেন যে, স্টেশনসমূহে ইজারা প্রদানকৃত স্টেশনারি দোকানসমূহে বিড়ি, সিগারেট ও পান বিক্রি করা হয়। এতে যাত্রী সাধারণ সহজে ক্রয় করে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধন ২০১৩) লংঘন করে থাকে। তাই স্টেশনে ইজারাকৃত দোকান হতে বিড়ি, সিগারেট ও পান বিক্রি নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব) বলেন যে, রেললাইনের সমান্তরালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে এবং রেলের জায়গা দিয়েও এ রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে। ফলে যত্র তত্র অবৈধ লেভেল ক্রসিং গেট তৈরি হয়। রেলের জায়গায় এধরণের রাস্তা নির্মাণ বন্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন যে, রেল সেবা সপ্তাহে গৃহিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে রেলওয়ে ট্রাক পরিদর্শনে ব্যবহৃত ট্রলির সঙ্গে মোটর সাইকেলের ধাক্কা লেগে ডিভিশনাল কমার্শিয়াল অফিসার (ডিসিও), পাকশী জনাব আনোয়ার হোসেন মারাত্মকভাবে আহত হয়ে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকায় চিকিৎসাধীন	(ক) স্টেশনে ইজারাকৃত দোকান হতে বিড়ি, সিগারেট ও পান বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার বিষয়টি ইজারার শর্তের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে সংশ্লিষ্টদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে; (খ) রেললাইনের সমান্তরালে এবং রেলের জায়গার ওপর দিয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক রাস্তা নির্মাণ ও যত্র তত্র অবৈধ লেভেল ক্রসিং গেট তৈরি বন্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগকে অনুরোধ জানাতে হবে; এবং (গ) রেলওয়ের ট্র্যাক পরিদর্শনে ব্যবহারের জন্য সড়ক ও	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট ও পরিবীক্ষণ), রেলপথ মন্ত্রণালয় ৩। মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্র.নং.	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	রয়েছে। তিনি রেলওয়ের ট্যাক পরিদর্শনে ব্যবহারের জন্য উন্নতমানের গাড়ী ক্রয়ের উদ্যোগ নেয়ার অনুরোধ জানান। সভাপতি বলেন যে, স্টেশনে ইজারাকৃত দোকান হতে বিড়ি, সিগারেট ও পান বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার বিষয়টি ইজারার শর্তের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে সংশ্লিষ্টদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। তিনি রেললাইনের সমান্তরালে এবং রেলের জায়গার ওপর দিয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক রাস্তা নির্মাণ ও যত্র তত্র অবৈধ লেভেল ক্রসিং গেট তৈরি বন্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগকে অনুরোধ জানাতে হবে। সভাপতি রেলওয়ের ট্র্যাক পরিদর্শনে ব্যবহারের জন্য উন্নতমানের গাড়ী ক্রয়ের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বলেন যে, আমেরিকাসহ বিশ্বের অনেক দেশে সড়ক ও রেললোইন উভয়পথে চলাচলে সক্ষম গাড়ী রয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্যও উন্নতমানের গাড়ী ক্রয় করতে হবে যেগুলি সড়ক ও রেলপথে চলাচলে সক্ষম।	রেললাইন উভয়পথে চলাচলে সক্ষম উন্নতমানের গাড়ী ক্রয়ের উদ্যোগ নিতে হবে।	

৪। পরিশেষে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতেও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানান। অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন)
সচিব

নং-৫৪.০০.০০০০.০০৮.০৬.০৩৩.১৮-

তারিখঃ পৌষ ১৪২৬ / ডিসেম্বর ২০১৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থেঃ

১। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, কমলাপুর, ঢাকা।
৫। জনাব মোঃ মাহবুব কবীর, সদস্য (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৬। যুগ্মসচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৭। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস/এমএন্ডসিপি/অপারেশন/আই), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৮। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৯। প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা।
১০। বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক (ডিআরএম); ঢাকা/পাকশী/লালমনিরহাট/চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
১১। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
১২। চেয়ারম্যান, নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন, ৭০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
১৩। চেয়ারম্যান, পরিবেশ বাচাঁও আন্দোলন, বাড়ী ৫৮/১, ১ম লেন, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫।
১৪। সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন, ৯/১২ ব্লক-ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।
জনাব.....।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে):

১। সচিবের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

(আলতাফ হোসেন সেখ)
উপসচিব